গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নভেম্বর ২০১৯ মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২৭ নভেম্বর ২০১৯
সময় : সকাল ১১:০০ টা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে সদ্য দু'জন কর্মকতা উপসচিব পদে যোগদান করেছেন। সভাপতি সদ্য যোগদানকৃত কর্মকর্তাদ্বয়কে স্বাগত জানান এবং তাঁদের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা দেয়ার জন্য সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের প্রতি আহবান জানান। অতপর উপসচিব (প্রশাসন-২) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত অক্টোবর ২০১৯ মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত বিষয়াদি ইংরেজিতে আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	মন্ত্রণালয়ে জনবল নিয়োগ	সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে গত ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৪০৮ নং স্মারকের মাধ্যমে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী বেতন গ্রেড ১৩-২০ (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) পর্যন্ত পদে সরকারি কর্মচারী নিয়োগের নিমিত্ত যে কোন পাবলিক/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাছাই কার্যক্রম পরিচালনা না করা এবং এ লক্ষে অর্থ বিভাগে বাজেট চেয়ে পত্র না দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে শূন্যপদে জনবল নিয়োগের জন্য পরীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাপনের কাজ চলমান রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে কমলাপুরে অবস্থিত রেলওয়ে সরকারি প্রাইমারী/হাইস্কুলকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তিনি নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণসহ সামগ্রিক কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেন।	(ক) নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণসহ সামগ্রিক কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে; (খ) সুষ্ঠুভাবে নিয়োগ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.২	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের অনুমোদিত প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ১৮-১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে 'Citizen Charter ও GRS' এবং ২০-২১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে "E-Filing ও ibas++" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, APA, NIS এবং ইনোভেশন কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণসূচি'র আলোকে নভেম্বর ২০১৯ মাস পর্যন্ত ২৯ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি বলেন যে APA, NIS এবং ইনোভেশন কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং বার্ষিক ৬০ জনঘন্টা অর্জনের জন্য অনুমোদিত প্রশিক্ষণসূচি'র আলোকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে। তিনি প্রশিক্ষণে অতিথি বক্তা হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দক্ষ কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানানোর নির্দেশনা দেন।	(ক) APA, NIS এবং ইনোভেশন কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং বার্ষিক ৬০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ অর্জনের জন্য অনুমোদিত প্রশিক্ষণসূচি'র আলোকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে; এবং (খ) প্রশিক্ষণে অতিথি বক্তা হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের দক্ষ কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	যুগ্মসচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ) সভায় বলেন যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতিমাসে সভা করা হচ্ছে এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য একটি ছক প্রস্তুত করে সকলকে সরবরাহ করা হয়েছে।	(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত	১। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ),

<table>
<tr><th>ক্রম:</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td>বাস্তবায়ন</td><td>তিনি আরও বলেন যে, এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে গত বছরের ন্যায় উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে কিছু সংখ্যক কার্যক্রম/সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেগুলি অর্জনের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সভাপতি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে কার্যক্রম/সূচক চিহ্নিত করে সেগুলির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/দপ্তরের সাথে ছোট ছোট গ্রুপ করে নিয়মিত সভা করার নির্দেশনা দেন। তিনি এ বিষয়ে সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করারও নির্দেশনা দেন।</td><td>কার্যক্রম/ সূচকগুলোর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে ছোট ছোট গ্রুপ করে নিয়মিত সভা করতে হবে; এবং
(খ) এপিএ'র সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৪</td><td>জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলো যথাযথভাবে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য সকল অনুবিভাগ প্রধানকে অবহিত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের উপানুষ্ঠানিক পত্রের মাধ্যমে উক্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব/সিনিয়র সচিব এবং মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলে রেলপথ মন্ত্রণালয় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৯৬.৫০% নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

সভাপতি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গত বছরের অর্জিত ফলাফলে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ কাজে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি গত বছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকতা-কর্মচারিকে সম্মাননা প্রদানের নিমিত্ত মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য নির্দেশনা দেন। আরও বলেন যে গত বছরের ন্যায় NIS কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। তিনি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কমলাপুর রেল স্টেশনে একটি গণশুনানীর আয়োজনের জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) গত বছরের ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;
(খ) NIS কর্ম-পরিকল্পনার সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে;
(গ) গত বছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকতা-কর্মচারিকে সম্মাননা প্রদানের নিমিত্ত মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হব; এবং
(ঘ) মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কমলাপুর রেল স্টেশনে একটি গণশুনানীর আয়োজন করতে হবে।</td><td>১। অনুবিভাগ প্রধান (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-৩) সভায় অক্টোবর ২০১৯ মাস পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:
<table><tr><th>পূর্ব মাসের জের</th><th>সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে প্রাপ্ত</th><th>সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>মোট অনিষ্পন্ন</th><th>৩ মাসের কম</th><th>৩ মাসের উর্ধ্বে</th><th>৬ মাসের উর্ধ্বে</th></tr><tr><td>৪৫</td><td>-</td><td>-</td><td>৪৫</td><td>০</td><td>০</td><td>৪৫</td></tr></table>
সভাপতি বলেন যে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাগুলো নিষ্পত্তির জন্য পর্যালোচনা সভা করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>(ক) অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাগুলো নিষ্পত্তির জন্য পর্যালোচনা সভা করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৬</td><td>অডিট আপত্তি</td><td>অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), সেপ্টেম্বব ২০১৯ পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কোন অডিট আপত্তি পেন্ডিং নেই। তবে, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয়ে ৭৪৩টি, মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব)-এর কার্যালয়ে ৯৮১৬টি এবং মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম)-এর কার্যালয়ে ৮৮৭৭টিসহ মোট ১৯,৪৩৬টি অডিট আপত্তি পেন্ডিং রয়েছে। এ বিষয়টি মাসিক সমন্বয়সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

সভাপতি অডিট আপত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলি গুরুত্বসহকারে সম্পন্ন করার নির্দেশনা।</td><td>অডিট আপত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলো গুরুত্বসহকারে সম্পন্ন করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রম:</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>ই-ফাইলিং ও ভিডিও-কনফারেন্স</td><td>সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট সভায় অক্টোবর ২০১৯ মাসে ই-ফাইলে নথি এবং ডাক নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>বিষয়</th><th>সেপ্টেম্বর ২০১৯</th><th>অক্টোবর ২০১৯</th><th>বৃদ্ধি</th><th>হ্রাস</th></tr>
<tr><td>১।</td><td>নথি</td><td>৪৮.৪৯%</td><td>৪৬.২০%</td><td>-</td><td>(৪৮.৪৯-৪৬.২০)% =২.২৯%</td></tr>
<tr><td>২।</td><td>ডাক</td><td>৩৩.১১%</td><td>৩৪.১৬%</td><td>(৩৪.১৬-৩৩.১১)% =১.০৫%</td><td>-</td></tr>
</table>
এছাড়া, অক্টোবর ২০১৯-তে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের মধ্যে ই-নথি কার্যক্রমে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অবস্থান নিম্নরুপ:
<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>মন্ত্রণালয়/বিভাগ</th><th>সেপ্টেম্বর/২০১৯</th><th>অক্টোবর/২০১৯</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১।</td><td>বড় ক্যাটাগরি ০৮টি</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>মধ্যম ক্যাটাগরি ১৪টি</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ছোট ক্যাটাগরি ৩৬টি</td><td>১৬ তম</td><td>১৮ তম</td><td>অগ্রগতি হয়নি।</td></tr>
</table>
সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে নথি কার্যক্রমের দ্বৈততা এড়ানো এবং নথি নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য শাখার চলমান নথিসমূহ বিভাজন করে ই-নথি এবং হার্ডকপিতে উপস্থাপনযোগ্য নথির তালিকা তৈরি এবং সে অনুযায়ী নথি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তার স্বল্পতা থাকায় ই-নথি নিষ্পত্তি বৃদ্ধির স্বার্থে সকল শাখায় কর্মরত অফিস সহকারি/স্টেনোটাইপিস্টকে সাময়িকভাবে কাজ চালানোর জন্য ই-নথির আইডি তৈরি করে নথি উপস্থাপন করা যায় মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভাপতি বলেন যে, সকল অনুবিভাগে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভা করার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন যে মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক অনুবিভাগ থেকে মাসে কমপক্ষে ১টি করে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করতে হবে। তিনি ই-নথির কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য আলাদা একটি সভা আয়োজনের বিষয়ে নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল শাখায় ই-নথির ব্যবহার, কমপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ নথি ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি এবং শতকরা ৬০ ভাগ পত্র ই-নথিতে জারি নিশ্চিত করতে হবে;
(খ) নথি কার্যক্রমের দ্বৈততা এড়ানো এবং নথি নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য শাখার চলমান নথিসমূহ বিভাজন করে ই-নথি এবং হার্ডকপিতে উপস্থাপনযোগ্য নথির তালিকা তৈরি এবং সে অনুযায়ী নথি নিষ্পত্তি করতে হবে;
(গ) শাখায় কর্মরত অফিস সহকারি/স্টেনোটাইপিস্টকে ই-নথির আইডি তৈরি করে নথি উপস্থাপন করার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে হবে;
(ঘ) মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক অনুবিভাগ থেকে মাসে কমপক্ষে ১টি করে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করতে হবে; এবং
(ঙ) ই-নথির কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য আলাদা একটি সভা আয়োজন করতে হবে।</td><td>অনুবিভাগ প্রধান (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়;</td></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>পরিদর্শন</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) অক্টোবর ২০১৯ মাসে শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>বিবরণ</th><th>সংখ্যা</th><th>প্রমাপ</th><th>প্রমাপ অনুযায়ী মাসে পরিদর্শন</th><th>অর্জন</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>শাখা</td><td>২২টি</td><td>প্রতি ২ মাসে ১টি</td><td>১১টি</td><td>১</td><td>-</td></tr>
<tr><td>অধিশাখা</td><td>৯টি</td><td>প্রতি ৩ মাসে ১টি</td><td>৩টি</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>উন্নয়ন প্রকল্প</td><td>৩৬টি</td><td>প্রতিমাসে কমপক্ষে ১টি</td><td>১টি</td><td>১</td><td>-</td></tr>
</table>
তিনি বলেন যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ৩০টি শাখা/অধিশাখা এবং ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন ও উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এছাড়া, সকল শাখা/অধিশাখা কর্মকর্তাকে নভেম্বর/২০১৯ মাসের মধ্যে নিজ নিজ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।
সভাপতি প্রমাপ অনুযায়ী শাখা/অধিশাখা এবং উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) প্রমাপ অনুযায়ী শাখা/অধিশাখা এবং উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; এবং</td><td>১। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। উপসচিব (প্রশাসন-২) রেলপথ মন্ত্রণালয়</td></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>অনিষ্পন্ন বিষয়</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় বলেন যে আইন অনুবিভাগের ৩টি বিষয় অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা পাওয়া গেছে। এছাড়া, অন্য কোন অনুবিভাগ থেকে অনিষ্পন্ন বিষয়ের কোন তালিকা পাওয়া যায়নি। তিনি অনিষ্পন্ন বিষয়াদি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুসৃত ছকটি এ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখায় ব্যবহার করা যায়</td><td>(ক) অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে; এবং
(খ) অনিষ্পন্ন বিষয়াদি কতদিন ধরে অনিষ্পন্ন</td><td>সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রম:</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভাপতি অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি অনিষ্পন্ন বিষয়াদি কতদিন ধরে অনিষ্পন্ন রয়েছে ও নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ (তাগিদপত্র ইস্যুর তথ্যসহ) একটি ছকে উপস্থাপন করার নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুসৃত ছকটি ব্যবহার করার নির্দেশনা দেন।</td><td>রয়েছে ও নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ (তাগিদপত্র ইস্যুর তথ্যসহ) একটি ছকে উপস্থাপন করার নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুসৃত ছকটি ব্যবহার করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, রেলওয়ে নিরাপত্তা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-১) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ২০১৯ মাসে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত তথ্যাদির তুলনামূলক চিত্র নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>মাস</th><th>অভিযান সংখ্যা</th><th>মামলা</th><th>জরিমানার পরিমান</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>সেপ্টেম্বর ২০১৯</td><td>০৫টি</td><td>১১১টি</td><td>১৭,১৬০/=</td><td rowspan="2">কোন আসামীকে জেল দেওয়া হয়নি।</td></tr>
<tr><td>অক্টোবর ২০১৯</td><td>০৭টি</td><td>১৭৪টি</td><td>২৮,৬৭০/=</td></tr>
</table>
তিনি আরও বলেন যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ রেলস্টেশন ও ট্রেনের ভিতরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা শেষে আলাদা প্রতিবেদনও প্রেরণ করেন। এ সময় নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ট্রেনের ছাদে যাত্রী ওঠা এবং বিনা টিকেটে যাত্রী ভ্রমণরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় মর্মেও সভাকে তিনি অবহিত করেন।

সভাপতি গত মাসের ন্যায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ এতদসংক্রান্তে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বহাল রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>(ক) কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ দেশের বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে;

(খ) ট্রেন এবং রেলস্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে; এবং

(গ) বিনা টিকিটে যাত্রীদের ট্রেনে ভ্রমণ রোধ এবং ছাদে ওঠা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.১১</td><td>মন্ত্রণালয়ের কর্মকতা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প</td><td>অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মকতা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি খসড়া ডিপিপি তৈরির জন্য যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২)-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এ ধরণের প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং একটি খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছেন।

সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের কর্মকতা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জরুরিভিত্তিতে একটি খসড়া ডিপিপি করে পরবর্তী মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>মন্ত্রণালয়ের কর্মকতা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জরুরিভিত্তিতে একটি খসড়া ডিপিপি তৈরি করে পরবর্তী মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২) রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.১২</td><td>সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন</td><td>সিনিয়র সহকারি সচিব (প্রশাসন-১) (রেলওয়ে অপারেশন) শাখা, বলেন যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ৩/৫ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের শাখা/অধিশাখার পণ্য/সেবা প্রদান পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার তথ্যাদি যাচাইপূর্বক মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদ করবেন। তিনি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত নিম্নোক্ত কমিটি উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><td>(ক)</td><td>অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি)</td><td>আহবায়ক</td></tr>
<tr><td>(খ)</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-১ অধিশাখা)</td><td>সদস্য</td></tr>
<tr><td>(গ)</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-৪ অধিশাখা)</td><td>সদস্য</td></tr>
<tr><td>(ঘ)</td><td>প্রোগ্রামার</td><td>সদস্য</td></tr>
<tr><td>(ঙ)</td><td>সিনিয়র সহকারী সচিব (অপারেশন)</td><td>সদস্য সচিব</td></tr>
</table>
উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, গত মাসের সিদ্ধান্তের আলোকে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা</td><td>(ক) মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আলাদা একটি সভা করতে হবে;

(খ) সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি/ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে উক্ত সভায় উপস্থাপন করতে হবে; এবং

(গ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণের জন্য কমিটি গঠনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।</td><td>১। সিনিয়র সহকারি সচিব (প্রশাসন-১) (রেলওয়ে অপারেশন) শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আলাদা একটি সভা করতে হবে। তিনি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি/ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে উক্ত সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেন।		
৩.১৩	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস)	উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে গত অক্টোবর/২০১৯ মাসে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের মাধ্যমে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। সভাপতি বলেন যে, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে এবং এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন এ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে এবং এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন এ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১) ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। উপসচিব (প্রশাসন-৩), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১৪	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার ৪.১ নং ক্রমিক অনুযায়ী উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ে ০১ (এক) দিনের একটি কর্মশালা গত ০৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি বলেন যে ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	(১) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-৩) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়; (২) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১৫	ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা	সিনিয়র সিস্টেমস এনালিষ্ট, সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য/ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোডকরত: ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের সকল মেন্যু, সাব-মেন্যু, সেবা বক্স ও লিংকের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করতে হবে। তিনি মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/ছবি ওয়েবসাইট ও সোস্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত আপলোডকরত: ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ রাখার নির্দেশনা দেন। সভাপতি ওয়েবসাইটের বিভিন্ন সেবা বক্সের তথ্যাদি হালনাগাদ রয়েছে কি-না তা আগামী সভার পূর্বে যাচাই করার জন্য সকল শাখা/অধিশাখা কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেন।	(ক) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মেন্যু, সাব-মেন্যু, সেবা বক্স ও লিংকের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে; (খ) মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/ছবি ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোডকরত: ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ রাখতে হবে; এবং (গ) ওয়েবসাইটের বিভিন্ন সেবা বক্সের তথ্যাদি হালনাগাদ রয়েছে কি-না তা আগামী সভার পূর্বে যাচাই করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; (২) শাখা/অধিশাখা কর্মকর্তা (সকল);রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়

নং ৫৪.০০.০০০১.০০৮.০০৬.১১.১৭-

তারিখ: অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ডিসেম্বর ২০১৯

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০২। যুগ্ম-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৩। উপ-সচিব/উপ-প্রধান (সকল)/অতিরিক্ত প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৪। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৫। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৭। সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার/মেইনটেন্যান্স ইন্জিনিয়ার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাক।
০৮। সিনিয়র তথ্য অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৯। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১০। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd